মেয়াদ বাড়ল প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারের

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য গঠন) মনির হায়দারের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ ৬ মাস বাড়িয়েছে সরকার।

আগের নিয়োগের ধারাবাহিকতায় মনির হায়দারের চুক্তির মেয়াদ আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়ে আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

এর আগে গত ৬ ফেব্রুয়ারি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনির হায়দারকে ৬ মাসের জন্য প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য গঠন) হিসেবে চুক্তিতে নিয়োগ দেয় সরকার।

অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে তাকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় ওই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

নিয়োগের মেয়াদ বাড়ায় নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

পাকিস্তানের ব্যর্থতায় বিশ্বকাপ নিয়ে দুশ্চিন্তায় বাংলাদেশ

গত মে মাসে শ্রীলংকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে এক জয়ে আইসিসির ওয়ানডে র্যাংকিংয়ে নবম স্থানে উঠেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল।

কিন্তু গতকাল ১২ আগস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে পাকিস্তানের সিরিজ

হারে বিপদে পড়েছে টাইগাররা। গতকাল পাকিস্তানকে ৯২ রানে গুঁড়িয়ে দিয়ে ২০২ রানের জয়ে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয় উইন্ডিজ।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩৪ বছর পর সিরিজ জয়ে ক্যারিবীয়দের র্যাংকিংয়ে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। ১০ নম্বরে নেমে গেছে বাংলাদেশ। যে কারণে ২০২৭ সালে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে টাইগাররা।

২০২৭ সালের বিশ্বকাপে ১৪টি দল অংশ নেবে। র্যাংকিংয়ে শীর্ষ ৮ দল এবং আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে স্বাগতিক কোটায় সরাসরি সুযোগ পাবে। বর্তমানে প্রোটিয়ারা র্যাংকিংয়ে ছয়ে থাকায় বাংলাদেশ ৯ নম্বরে থাকলেও সরাসরি বিশ্বকাপে খেলতে পারত। কিন্তু এখন ১০ নম্বরে নেমে যাওয়ায় সেই সুযোগ হারিয়েছে।

সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়ার জন্য ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ র্যাংকিং বিবেচনা করা হবে। র্যাংকিংয়ে উন্নতি করতে বাংলাদেশ পাচ্ছে ২৬টি ওয়ানডে ম্যাচ। এর মধ্যে ১১টি এমন দলের বিপক্ষে, যারা র্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে। এসব ম্যাচে জিতলে র্যাংকিং উন্নতি হবে সামান্য, কিন্তু হারলে ক্ষতি হবে অনেক।

গত কয়েক বছরে ওয়ানডেতে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স ধারাবাহিক নয়। তামিম ইকবালের অধীনে দুই বছর আগে ৩৫ ম্যাচে ২১ জয় পাওয়া দলটি শেষ দুই বছরে ৩৪ ম্যাচে জিতেছে মাত্র ৯টি।

নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ; দলকে আবার প্রতিযোগিতামূলক জায়গায় ফিরিয়ে আনতে না পারলে বিশ্বকাপে বাছাইপর্বে খেলতে হবে বাংলাদেশকে।

সূত্র: যুগান্তর ।

ট্রাইব্যুনালে কেঁদে হাসিনা

কাদেরের বিচার চাইলেন ইয়াকুবের মা

জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে রাজধানীর চানখারপুলে ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনের মতো চলছে সাক্ষ্যগ্রহণ।

বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনালে এ সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়।

ট্রাইব্যুনালের বাকি সদস্যরা হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

এদিন দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে সাক্ষীর ডায়াসে ওঠেন শহীদ মো. ইয়াকুবের মা রহিমা আক্তার। নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি চানখারপুলের ঘটনা নিয়ে জবানবন্দি দেন। ছেলের মৃত্যুর বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এই মা।

একপর্যায়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠেই ছেলে ইয়াকুব হত্যার জন্য দায়ী করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের উচ্চপদস্থদের। একইসঙ্গে শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদেরের নাম উল্লেখ করে বিচার চান।

ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদসহ অন্যান্যরা।

এর আগে, ১২ আগস্ট দ্বিতীয় দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়। ওই দিন দুই নম্বর সাক্ষী হিসেবে চানখারপুলের ঘটনা নিয়ে জবানবন্দি দেন আঞ্জুয়ারা ইয়াসমিন। তিনি একটি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক। এছাড়া ছেলের হত্যার বিচার চেয়ে তৃতীয় সাক্ষীর জবানবন্দি দেন শেখ জামাল হাসান।

সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে দুজনকে জেরা করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। এর মধ্যে আরশাদের পক্ষে জেরা করেন আইনজীবী সাদ্দাম হোসেন অভি। সুজন ও নাসিরুলের পক্ষে জেরা করেন আইনজীবী আবুল হাসান ও ইমাজ হোসেন ইমনের পক্ষে আইনজীবী মো. জিয়াউর রশিদ জেরা করেন। সবশেষ পলাতক

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট চানখারপুল এলাকায় শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে গুলি চালায় পুলিশ। এতে বহু হতাহতের ঘটনার পাশাপাশি শাহরিয়ার খান আনাস, শেখ মাহদী হাসান জুনায়েদ, মো. ইয়াকুব, মো. রাকিব হাওলাদার, মো. ইসমামুল হক ও মানিক মিয়া শাহরিক নিহত হন।

সূত্র: যগান্তর ।

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে বাংলাদেশ পুরোপুরি প্রস্তুত নয়: উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পথে রয়েছে। কিন্তু এই পদক্ষেপটি আমরা গত সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছি।

তিনি বলেন, গত সরকারের সময়ে প্রকাশিত জিডিপি, ব্যক্তিগত আয়, মাতৃস্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক সূচকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বাস্তবিক অর্থে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে বাংলাদেশ এখনো পুরোপুরি প্রস্তুত নয়।

উপদেষ্টা বুধবার সকালে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) কনফারেন্স রুমে নাগরিক উদ্যোগ ও পিপলস হেলথ মুভমেন্ট আয়োজিত ‘বাংলাদেশের ভবিষ্যত নির্ধারণী উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণ ও দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে সতর্ক পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন’- শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পরিসংখ্যান বহন করলেও তা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। আগামী ২০২৬ সালের নভেম্বর মাসে আমাদের দেশের উন্নয়নশীল দেশের

মর্যাদা গ্রহণের সময় আসবে এবং অন্তর্বর্তী সরকারকে সে অনুযায়ী নিয়ম মেনে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, এলডিসি উত্তরণের ফলে শুল্ক ও জিএসপি সুবিধার প্রভাব কোথায় বৃদ্ধি পাবে এবং কোথায় হ্রাস পাবে- তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

উপদেষ্টা সতর্ক করে বলেন, বিদেশ থেকে স্বল্পমূল্যে গরুর মাংস আমদানি করলে দেশীয় গবাদিপশুর বাজারে প্রভাব পড়বে এবং লাখ লাখ খামারি, বিশেষ করে গরিব মহিলারা যারা গরু লালন-পালন করে উদ্যোক্তা হিসেবে অবদান রাখছেন, তাদের ক্ষতি হবে।

তিনি বলেন, ‘আমরা বিদেশ থেকে মাংস আমদানি কমানোর জন্য চেষ্টা করছি। কারণ, আমদানি করা মাংসের মাধ্যমে জুনোটিক রোগ প্রবেশের ঝুঁকি রয়েছে।’

উপদেষ্টা ফরিদা আরও বলেন, সাগরের সি উইড ও কুচিয়া রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে আমাদের আমদানি হ্রাস করতে হবে এবং দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন- অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, থার্ড ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কের জেনেভাভিত্তিক লিগ্যাল অ্যাডভাইজার ও সিনিয়র রিসার্চার সানিয়া রিড স্মিথ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. জাহেদ মাসুদ, অ্যাডভোকেট তাসলিমা জাহান প্রমুখ।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নাগরিক উদ্যোগের কো-অর্ডিনেটর বারাকাত উল্লাহ মারুফ।

সূত্র: যুগান্তর

ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: অর্থ উপদেষ্টা

আগামী নির্বাচনে ঋণখেলাপিরা অংশ নিতে পারবে না বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ।

বুধবার (১৩ আগস্ট) সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয়োজনে ইপি পেনশন উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচন কমিশনের উচিত ঋণখেলাপিদের শনাক্ত করা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কোর্টের স্টে অর্ডার নিয়ে। মহিউদ্দিন খান আলমগীর তো ঋণখেলাপি অবস্থায় পাঁচ বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

আগামী নির্বাচনে কালো টাকা রোধে সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কালো টাকার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় হচ্ছে উৎস আর প্রসেস। উৎসটা কিন্তু আগের চেয়ে মোটামুটি বন্ধ হয়েছে। আগে তো ব্যাংকের মালিক, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক, নিউজ পেপারের মালিক, ফ্লাটের মালিক সব একজনই। কিন্তু এখন এটা হচ্ছে না। মোটামুটি এখন একটু চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা সবসময় বলি অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর। রাজনীতিবিদরা যদি উৎসাহ দেন যে টাকা-পয়সা দিয়ে নমিনেশন দেবেন, ভোট দেবেন, তাহলে আমি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কিছুই করতে পারব না।

সূত্র: যুগান্তর

প্রবাসীদের ভোটাধিকার

নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার: প্রধান উপদেষ্টা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় মালয়েশিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশিদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

তিনি বলেন, ‘আপনারা অর্থনীতিতে মস্ত বড় অবদান রাখছেন। আপনাদের এই অবদানের স্বীকৃতি আমাদের দিতে হবে। আগামী নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।’ গতকাল মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে এক মতবিনিময়সভায় এ কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, ‘আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে চেষ্টা করেছি প্রবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করতে, তাদের কথা শুনতে। আপনাদের অনেক ন্যায্য অভিযোগ রয়েছে। আমরা এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি। জটিলতা কমানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি।’

পাসপোর্টসংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সরকার খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে এবং সরকারি সব সেবা প্রবাসীদের কাছে পৌঁছে দিতে ‘নাগরিক সেবা বাংলাদেশ’ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

এর পাশাপাশি প্রবাসীদের জন্য একটি বিশেষ অ্যাপ তৈরির কাজ চলছে যাতে করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত সব প্রবাসী বাংলাদেশি এক প্ল্যাটফরমে কানেক্টেড থাকতে পারেন, জানিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে প্রবাসীদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘দেশের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বস্তির জায়গায় ফিরেছে। অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে আপনারা বড় অবদান রেখেছেন।’

তিনি আরো বলেন, ‘আমরা এখন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুত। আমি ইতোমধ্যে নির্বাচনের সময় ঘোষণা করেছি। এই নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে। আশা করছি, এবার আপনাদের নতুন অভিজ্ঞতা হবে। আপনারা সবাই

ভোটার হবেন, ভোট দেবেন। নির্বাচন কমিশনারের সাথে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন।’

সভায় মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে দূতাবাসে জনবল বাড়ানো, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের গ্র্যাজুয়েট প্লাস ভিসা, যারা অনিয়মিত হয়ে গেছেন তাদের নিয়মিতকরণ করা, বাণিজ্য-শিল্প ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল জানান।

বিভিন্ন পেশা, শ্রেণি, সংস্থা ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা এ মতবিনিময়সভায় অংশ নেন।

সূত্র: কালের কন্ঠ

ঝালকাঠিতে একই স্থানে বিএনপি-যুবদলের সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

ঝালকাঠির রাজাপুরে একই স্থানে একই সময়ে উপজেলা বিএনপি ও যুবদল পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ডাকায় শহর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন।

গতকাল মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাত ১০টায় এ আদেশ জারি করেন রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাহুল চন্দ। এতে রাজাপুর উপজেলা পরিষদ মার্কেট চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) রাত ১২টা পর্যন্ত যেকোনো সভা, সমাবেশ, মিছিল, মিটিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানান, রাজাপুরে একই সময় একই স্থানে বিএনপি ও যুবদলের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

এতে স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে। উপজেলা

বিএনপির একাংশ জুলাই গণঅভ্যুত্থান বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজ বুধবার বিকেলে উপজেলা মার্কেট চত্বরে র্যালি ও সমাবেশের কর্মসূচির ডাক দেয়। একই সময়ে উপজেলা চত্বরে ‘জুলাই/২৪ বিপ্লব’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সমাবেশের ঘোষণা দেয় উপজেলা যুবদল। একই স্থানে একই সময় দুই গ্রুপের সমাবেশের বিষয়টি চিঠি দিয়ে রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাহুল চন্দ ও রাজাপুর থানার ওসি মো. ইসমাইল হোসেনকে জানানো হয়।

এ পরিস্থিতিতে গতকাল রাতে উপজেলা প্রশাসন জরুরি বৈঠক করে সমাবেশস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করে।দলীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলা বিএনপির সমাবেশে প্রধান অতিথি থাকার কথা ছিল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক ডেপুটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালামের। প্রধান বক্তা হিসেবে থাকার কথা ছিল দলের নির্বাহী কমিটির সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এইচ. এম. সাইফ আলী খানের। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল ঝালকাঠি জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সৈয়দ হোসেন ও সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট শাহাদৎ হোসেনের।

অপরদিকে উপজেলা যুবদলের সমাবেশে প্রধান অতিথি থাকার কথা ছিল ঝালকাঠি জেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মো. রবিউল হোসেন তুহিনের। প্রধান বক্তা হিসেবে থাকার কথা ছিল জেলা যুবদলের সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট মো. আনিসুর রহমান খানের। সভাপতিত্ব করার কথা ছিল উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. মাছুম বিল্লাহ পারভেজের।

রাজাপুর থানার ওসি মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, ‘সভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঠেকাতে পুলিশ যথেষ্ট তৎপর রয়েছে।

ইউএনও রাহুল চন্দ বলেন, ‘কর্মসূচির বিষয়ে কেউ আমাদের কাছ থেকে অনুমতি নেয়নি। শুধু অবহিত করেছে। একই সময় ও একই স্থানে উভয়পক্ষ কর্মসূচি ঘোষণা করায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটতে পারে। তাই সভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আইন অমান্য করলে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সূত্র: কালের কন্ঠ।

ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশ গড়ার সুযোগ দিন: তারেক রহমান

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে বিএনপিকে দেশ গড়ার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে জনগণ বিএনপিকে সমর্থন জানালে নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও সবার জন্য কর্মবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক যুব দিবসের আলোচনা সভায় লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল যৌথভাবে ‘যুব সমাজের প্রত্যাশা ও বিএনপির পরিকল্পনায় আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, স্লোগাননির্ভর রাজনীতির দিন ফুরিয়ে এসেছে। বিএনপি শুধু প্রতিশ্রুতি দেয় না, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বিশ্বাস করে। জনগণের রায়ে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে সব পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। জনগণের জীবনমান উন্নয়নের সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাইলে বিএনপির প্রতি জনগণের স্বতঃসাফূর্ত সমর্থন প্রয়োজন। জনগণের শক্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগামী জাতীয় নির্বাচনে সব সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন।

তারেক রহমান বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে-ফ্যাসিবাদের দেড় দশক পর ফ্যাসিস্টমুক্ত বাংলাদেশে আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশের সব নারী-পুরুষ, ছাত্র-তরুণ, যুবসমাজসহ সর্বস্তরের জনগণের কাছে আমার আহ্বান-আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিন। দেশ গড়ার সুযোগ দিন। সবার সহযোগিতা চেয়ে এতটুকু বলতে চাই- ভোট দিলে ধানের শীষে, দেশ গড়ব মিলেমিশে। তিনি বলেন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করাই হচ্ছে আগামী দিনের বিএনপির মূল রাজনীতি। দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি তখনই সম্ভব যখন কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা যায়। প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে সরে এসে আমরা যদি সহনশীল ও সমঝোতার রাজনীতি চর্চা করি তাহলে দেশের সম্ভাবনার নতুন দ্বার

উন্মোচিত হবে।

বক্তব্যের শুরুতে প্রযুক্তিনির্ভর যুবসমাজ গড়ে তোলার বিষয়ে তারেক রহমান দলের কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই তরুণ যুবসমাজকে প্রযুক্তিগত এবং কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তরুণ-যুবসমাজকে প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন ও দক্ষ যুবশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিএনপির নেওয়া কর্মপরিকল্পনা বাস্তবসম্মত এবং সময় উপযোগী। তরুণ-যুবসমাজের সৃজনশীলতা উদ্ভাবনী শক্তি এবং কর্মস্পৃহা দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেবে। অপরদিকে যুবসমাজ বিপদগামী হলে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে। প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনে পিছিয়ে পড়লে যুবসমাজের পক্ষে রাষ্ট্র ও সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) মতো আধুনিক প্রযুক্তি মানুষের জীবনধারাকে বদলে দিচ্ছে। প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। এসব নিত্যনতুন প্রযুক্তির কারণে অনেক ট্রেডিশনাল কাজ বিলুপ্তি হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের বাজার বড় হচ্ছে। সুতরাং প্রযুক্তির নতুন বাজারে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। এজন্য অবশ্যই প্রয়োজন দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন। তরুণ ও যুবসমাজের জন্য এ মুহূর্তে দক্ষতা, যোগ্যতা অর্জনই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

তারেক রহমান আরও বলেন, বিএনপি বিশ্বাস করে প্রযুক্তিনির্ভর তারুণ্য এবং যুবশক্তি গড়তে হলে যুবশক্তির প্রযুক্তিগত কর্মদক্ষতা অবশ্যই বাড়াতে হবে। প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নানামুখী পরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ টিম কাজ করছে। স্কুল পর্যায় থেকে শিক্ষা কারিকুলাম প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাদের টিমগুলো কাজ করছে। প্রয়োজনীয় প্ল্যানিং তারা তৈরি করছে।

তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা হতে পারে আমাদের একমাত্র সাফল্য ও সমৃদ্ধির নিয়ামক। একটি দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি যখন শ্রমশক্তি থাকে, সেটি হলো ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। এ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের বিবেচনায় দেশের বর্তমান জনসংখ্যা দেশের উন্নয়নের প্রধান নিয়মক হয়ে উঠতে পারে। কারণ বয়সের হিসাবে আমাদের জনসংখ্যার অধিকাংশ কর্মক্ষম। এ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা প্রয়োজন।

তারেক রহমান বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে আমরা আগ্রহী। একই সঙ্গে তরুণ-যুবকদের আগ্রহী একটি অংশকে খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জন প্রয়োজন। এজন্য এ খেলাকে পেশা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্রীড়া শিক্ষাকেও আমরা কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

এদিকে, বিএনপির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত মিথ্যাচারের অভিযোগ করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিএনপি আগামী দিনে সরকার গঠন করতে পারে-তাই আমাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত মিথ্যাচার করা হচ্ছে।

যে কোনো অপকর্মের সঙ্গে বিএনপিকে জড়িয়ে খাটো করার অপচেষ্টা চলছে। বিএনপি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতে বড় দল হিসবে কাজ করবে। যাতে আওয়ামী লীগের মতো কারচুপির নির্বাচনের অভিযোগ তুলে কেউ বিএনপির দিকে আঙুল তুলতে না পারে। এ বিষয়ে নেতাকর্মীদের সচেতন থাকতে হবে।

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, আমাদের নেতা (তারেক রহমান) তার নিজস্ব সংগ্রাম দিয়ে নির্বাচনকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিয়ে এসেছেন। আমাদের দায়িত্ব একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচন আয়োজনের। আমরা যাতে এ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে পারি।

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এসএস জিলানীর সভাপতিত্বে ও যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন ও ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির যৌথভাবে আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন। এতে বক্তব্য দেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ, বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, সিনিয়র সাংবাদিক শরিফুল ইসলাম খান ও মুক্তাদির রশীদ রুমি, নাট্য নির্মাতা মাসরুর রশীদ বান্নাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাফসির, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসান ও ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব প্রমুখ।

সূত্র: যুগান্তর।

বিএনপির চেয়ে জামায়াতের আয় দ্বিগুণ, ব্যয় পাঁচগুণ

২০২৪ সালের আয়-ব্যয়ের বিবরণী নির্বাচন কমিশনে (ইসি) জমা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এতে গত বছর দলটির আয় দেখানো হয়েছে ২৮ কোটি ৯৭ লাখ ২৯৯ টাকা। আর দলটি ব্যয় দেখিয়েছে ২৩ কোটি ৭৩ লাখ ৩৮ হাজার ১৭৭ টাকা।

বিএনপিও আয়-ব্যয়ের হিসাব ইসিতে জমা দিয়েছে। দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত বছর তাদের মোট আয় হয়েছে ১৫ কোটি ৬৫ লাখ ৯৪ হাজার ৮৪২ টাকা, আর ব্যয় হয়েছে চার কোটি ৮০ লাখ ৪ হাজার ৮২৩ টাকা।

দুই দলের প্রদত্ত তথ্যনুযায়ী ২০২৪ সালে জামায়াতের আয় বিএনপির প্রায় দ্বিগুণ এবং ব্যয় পাঁচগুণ।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী জানান, দলটির আয়ের প্রধান উৎস ছিল সদস্যদের মাসিক চাঁদা, বই ও পুস্তক বিক্রি, ব্যাংক সুদ এবং এককালীন অনুদান। অন্যদিকে ব্যয়ের বড় অংশ গেছে কর্মসূচি বাস্তবায়ন, লিফলেট-পোস্টার মুদ্রণ, ব্যক্তিগত ও দুর্যোগকালীন সহায়তার পেছনে।

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া জামায়াতের হিসাব বিবরণী থেকে জানা গেছে, গত বছরে জামায়াত কর্মী ও সদস্যদের চাঁদা থেকে আয় করেছে ১৬ কোটি ৫৬ লাখ ৪২ হাজার ১৬২ টাকা। কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা উপদেষ্টা পরিষদের চাঁদা অথবা অন্যান্য চাঁদা ৩৭ লাখ ৮৭ হাজার ১৪৯ টাকা।

এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা সংস্থার কাছ থেকে অনুদান পেয়েছে ১১ কোটি ৮৬ লাখ ৩৮ হাজার ৬১৯ টাকা। দলের পত্রিকা, সাময়িকী, বইপুস্তক বিক্রি থেকে আয় ৯ লাখ ১১ হাজার ২৯০ টাকা। অন্যান্য চাঁদা থেকে দলটি আয় করেছে ৭ লাখ ২১ হাজার ৭৯ টাকা এবং আগের বছর স্থিতি ছিল ১০ কোটি ৪৯ লাখ ৪৫ হাজার ১৯১ টাকা। মোট আয় ২৮ কোটি ৯৭ লাখ ২৯৯ টাকা।

জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের বেতন-ভাতা ও বোনাসে ব্যয় হয়েছে ৬ কোটি ৫৭ লাখ ৬৭ হাজার ৮৭৩ টাকা।

আবাসন ও প্রশাসনিক বাবদ ২ কোটি ৬৮ লাখ ৭ হাজার ৪৯৫ টাকা ব্যয় হয়েছে। বিদ্যুৎ, ওয়াসা, গ্যাসসহ বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করেছে ২ লাখ ৪৬ হাজার ১৮ টাকা। ডাক, টেলিফোন, ইন্টারনেট, কুরিয়ার সার্ভিস, পত্রিকা বাবদ ব্যয় হয়েছে ৮ লাখ ৪৪ হাজার ৫২৬ টাকা। আপ্যায়নে ব্যয় হয়েছে ১০ লাখ ৯৫ হাজার ৯৬২ টাকা।

এ ছাড়া প্রচারণা ও পরিবহনে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৭০ লাখ ৬ হাজার ৫৬৩ টাকা। যাতায়াত বাবদ খরচ হয়েছে ১ কোটি ২৭ লাখ ১ হাজার ৭৭৬ টাকা। জনসভা, পথসভা, ঘরোয়া বৈঠকে ব্যয় হয়েছে ১৯ লাখ ৩৮ হাজার ৭০৫ টাকা। প্রার্থীদের অনুদান দেওয়া হয়েছে ১১ কোটি ৫ লাখ ১৫ হাজার ৪২০ টাকা। ধর্মীয় বিশেষ অনুষ্ঠান বাবদ ব্যয় ৩২ লাখ ৭৬ হাজার ৮৫০ টাকা। অন্যান্য ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ১২ লাখ ৫৬ হাজার ৯৮৯ টাকা। মোট ব্যয় হয়েছে ২৩ কোটি ৭৩ লাখ ৩৮ হাজার ১৭৭ টাকা।

মিয়া গোলাম পরওয়ার স্বাক্ষরিত হিসাব বিবরণী থেকে আরও জানা গেছে, জামায়াতের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) নিবন্ধিত দলগুলোর প্রতি বছর জুলাইয়ের মধ্যে আগের বছরের আর্থিক লেনদেনের প্রতিবেদন দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সূত্র: যুগান্তর

সারজিসের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানি মামলার আবেদন

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যায় বিএনপিকে জড়িয়ে অপপ্রচার করার অভিযোগ এনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলে মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের বিরুদ্ধে গাজীপুর কোর্টে মামলার আবেদন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে গাজীপুর মেট্রোপলিটন

অতিরিক্ত চিফ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ২- এর বিচারক আলমগীর আল মামুনের বেঞ্চে মামলাটির আবেদন করা হয়।

মামলার বাদী গাজীপুর মহানগর বাসন থানা বিএনপি সভাপতি তানভীর সিরাজ।

তানভীর সিরাজ বলেন, অপরাধী চক্রের ভিডিও ধারণ করায় সাংবাদিক তুহিনকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম না জেনেই ফেসবুকে এ ঘটনায় বিএনপিকে জড়িয়ে নানা অপপ্রচার চালিয়েছে, যা দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। এরই মধ্যে জিএমপি কমিশনার এ হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য উদঘাটন করেছেন। যেখানে রাজনৈতিক কোনো সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। তাই দলের নির্দেশনা অনুযায়ী আমি বাদী হয়ে মামলা করতে আসলাম।

মামলার আইনজীবী এড.সিদ্দিকুর রহমান জানান, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি আমলে নিয়েছেন এবং সিআইডিকে তদন্তের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।